B.A (GEN) BENGALI (CBCS)
SEM- 6 DSE-1B : **প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি**
Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali
Shahid Matangini Hazra Govt. College for Women
Chakshrikrishnapur, Kulberia, Purba Medinipur

ক. চাচা কাহিনী (নির্বাচিত)- সৈয়দ মুজতবা আলী

চাচা কাহিনী :-- বৈঠকি সাহিত্য, আড্ডার আঙিনায়

" ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর সহিত বৈঠকি আলাপে যাহারা বসিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া কেবলমাত্র শুনিয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছু করা বা বলা নিরর্থক। সময় কেমন করিয়া প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে লইয়া গিয়া কেবলই আরও জানিবার, শিখিবার ও বুঝিবার জন্য নিজেকে তৈরী করিতে থাকে, তাহা ডঃ আলীর বৈঠকে যাহারা যোগ একবারও অন্ততঃ দিয়াছেন, তাহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। কাহাকেও একটি ব্যাপার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ডঃ আলী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাষা, সমাজ, ধর্ম ও রীতি-নীতির যে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীর অবতারণা করিতেন, তাহা তুলনারহিত এবং বিরলও বটে। " আমীনুর রশীদ চৌধুরী তাঁর 'মুজতবা কথা'-য় এভাবেই তুলে ধরেছেন লেখকের কথক সত্তাকে। সৈয়দ মুজতবা আলি ক্লাসিক মননের অধিকারী ছিলেন, তিনি নিজেও চাইতেন সৃজনশীল ব্যক্তিরা মতপ্রকাশের পূর্বে ব্যাপক পড়াশুনো করবেন। একটি পাঠের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা নিয়ে ইদানিং কালে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। আমরা আশ্চর্য হতে পারি সৈয়দ মুজতবা আলি সেই সময়েই তাঁর পাঠকে করে তুলেছিলেন আঙ্গিকভাঙ্গা, অন্তর্বয়নে সমৃদ্ধ। রম্যরচনার প্রচলিত ছাঁচে 'চাচা কাহিনী' কে বিচার করা মুশকিল। যে কোনও প্রচলিত আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন, এবং এই প্রথাবিরোধী অবস্থান তাঁর কাহিনীকে করে তুলেছে রসসাহিত্য।

আড্ডা সাহিত্য বা বৈঠকি সাহিত্যের নিরিখে 'চাচা কাহিনী'-কে আড্ডা সাহিত্য বা বৈঠকি সাহিত্য হিসেবে দেখা যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনায় আসা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসুর 'আড্ডা' প্রবন্ধটির কথা এক্ষেত্রে মনে পড়তে বাধ্য। তিনি লিখছেন- " আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায়, তা-ই পাওয়া যায় তাতে। কখনো কৌতুকে সরস, কখনো আলোচনায় উৎসুক, কখনো প্রীতির দ্বারা সুস্নিগ্ধ। বন্ধুতা ও অন্তর্বীক্ষণ, হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধির চর্চা, উদ্দীপনা ও বিশ্রাম- সব একসঙ্গে শুধু আড্ডাই দিতে পারে, যদি সত্যি তা ঐ নামের যোগ্য হয় ।" 'চাচা কাহিনী' বইটির মধ্যে এই

সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর আড্ডা প্রবন্ধটি যেন আড্ডার ইস্তেহার। এই লেখাটিকে যদি আমাদের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই, তবে আমাদের পাঠ এক অন্যমাত্রা পাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

" বার্লিনের বড় রাস্তা কুরফুর্স্টেন্‌ডাম্‌ যেখানে উলান্ডস্ট্রাসের সঙ্গে মিশেছে, সেখান থেকে উলান্ডস্ট্রাসে উজিয়ে দু-তিনখানা বাড়ি ছাড়ার পরই ' Hindustan Haus' অর্থাৎ 'Hindustan House' অর্থাৎ ' ভারতীয় ভবন'। আসলে রেস্তোরা, দা- ঠাকুরের হোটেল বললেই ঠিক হয়।...

... রেস্তোরার যে দিকে কাউন্টার তার আড়াআড়ি ঘরের অন্য কোণে কয়েকখানা আরামকেদারা আর চৌকী কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এ কুন্ডলীর চক্রবর্তী চাচা, উজির-নাজির গুটি ছয় বাঙালি। " 'চাচা কাহিনী' বই-এর প্রথম আখ্যান 'স্বয়ংবরা' র শুরুতেই পেয়ে যাই আমরা আড্ডা-স্থানের কথা। অনুপুঙ্খ বিবরণে পাঠক নিজেই যেন হাজির হয়ে যান সেই স্থানে। বার্লিনে আড্ডা হচ্ছে অথচ সেখানে কোনও অবাঙালি নেই- এই তথ্যটিও আমরা জেনে যাই। অবশ্য এর মূলে রয়েছেন চাচা। অবাঙালি থাকলে তিনি এমন জার্মান ভাষায় কথা বলেন যে তা খুব কম জনেই বুঝতে পারে। অবাঙালিরা চলে গেলেই চাচা আবার বাংলায় ফিরে আসতেন। প্রবাসে বাঙালিমাত্রই সজ্জন, এ কথা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। বাঙালির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে আড্ডাপ্রীতির সম্পর্ক সৈয়দ মুজতবা আলি খুব সচেতন ভাবেই তুলে ধরেছেন। মনের দিক থেকে চাচাকাহিনী লালন করে চলেছে বাঙালিয়ানাকে, ঘটনা সংস্থানের পটভূমি যে ভূখণ্ডই হোকনা কেন। আমরা আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই যে লেখক সচেতনভাবে তাঁর আখ্যান কাঠামোর মধ্যে বুনে দিয়েছেন আড্ডা বিষয়ক কথাবার্তা। যেমন প্রথম 'স্বয়ংবরা' রচনাতেই দেখি 'পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ' পুলিন সরকার বলেছেন- " আড্ডা জমাবার বুনিয়াদ হচ্ছে চন্ডীমন্ডপ, কাছারি- বাড়ি, টাঙ্গিঘর, বৈঠকখানা- এক কথায় জমিদারী প্রথা। " এর পর চাচার প্রশ্নের সূত্র ধরে পুলিন সরকার জানিয়েছেন তাদের জমিদারি গেলেও আড্ডাটি বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমরা চকিতে বুঝে যাই আড্ডা ও অবসরের এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা। অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যদি সংস্কৃতির যোগ থাকে, তবে আড্ডা সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে জমিদারি প্রথার প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর চণ্ডীমণ্ডপ বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম দলিল। আড্ডার স্থান আসলে এক পরিসরের কথা বলে। যে পরিসর আত্মস্থ করে থাকে দেশ – কাল কে। আড্ডার আয়নায় তৈরি হয়ে যায় জীবনের সমালোচনা।

'মা- জননী' গল্পে আবার পাই হিন্দুস্তান হাউসের কথা। লন্ডন ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্কে উদাসীন হলেও বার্লিন যেহেতু ভারতীয়দের খাতির করতো, ফলে যুদ্ধে অর্থাভাব সত্ত্বেও

এই হাউস টিকেছিল। এর পর আসছে নাৎসি আন্দোলনের প্রসঙ্গ, পাঠক হিসেবে আমরা পাচ্ছি এই তথ্যটি- " ১৯২৯- এ হৌসের যখন পত্তন হয় তখনো হিটলার বার্লিনে কল্কে পাননি।" কী সুন্দর ভাবে হাউসের জন্মসময়ের পাশাপাশি হিটলারের কথা এল। এর পর আমরা পাচ্ছি বাঙালিদের আড্ডার কথা- " সে –আড্ডার ভাষাবিদ সূয্যি রায়, লেডি- কিলার পুলিন সরকার, বেটোফেনজ্ঞ মদনমোহন গোস্বামী বার্লিন সমাজের অশোক-স্তম্ভ কুতুব- মিনার হয়ে বিরাজ করতেন। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা।" এই লেখাতেই লেখক বলছেন- " এঁদের সকলকেই লুফে নেবার জন্য বার্লিনের বিস্তর ড্রইং- রুম খোলা থাকা সত্ত্বেও এঁরা সুবিধে পেলেই 'হিন্দুস্থান হৌসে' এসে আড্ডা জমাতেন। এ- স্বভাবটাকে বাঙালির দোষ এবং গুণ দুইই বলা যেতে পারে।" বাঙালিকে বাঙালি হিসেবে যে সমস্ত জিনিস গড়ে তুলেছে তার মধ্যে একটি হল আড্ডা। আড্ডা বাঙালির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান। আড্ডা বাঙালির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সৈয়দ মুজতবা আলী বহুভাষাবিদ। বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। তিনি যেখানেই গিয়েছেন লালন করে গিয়েছেন বাংলা ও বাঙালিকে। আর তাই জার্মানির পটভূমিতে লেখা গল্পে আড্ডার মধ্যে বিশেষ ভাবে উপস্থিত বাঙালির পারিবারিক চালচিত্র। 'মা-জননী' গল্পে সিবিলার দুঃখের কথা বলতে গিয়ে চাচা বলেন- " দেশে আমার বোন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। মা খুশি, বাবা খুশি। দু'দিন আগে নির্মমভাবে যে- বোনের চুল ছিঁড়েছি তার জন্যে তখন কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি। তার শরীরের যত্ন নেওয়ার কথা উঠলেই সে মিস্টি হাসে- কী রকম লজ্জা, খুশি আর গর্বে মেশানো। ছোট বোনরা কাঁথা সেলাই করে, আর বাবার বন্ধু কবরেজ মশায় দু'বেলা গলা খাঁকারি দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। " 'তীর্থহীনা' রচনায় গির্জার মেয়েটির কান্না দেখে বুঝতে পারেন 'রাধার কান্না, বাঙালি মেয়ের কান্না কত নিরন্ধ্র অসহায়তা থেকে বেরোয়।' বৈঠকি সাহিত্যের সূত্রেই 'চাচা কাহিনী'র মধ্যে বাঙালির মনন ও আবেগ যেভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে, তা নিশ্চয়ই গভীর অভিনিবেশের বিষয়।

আড্ডায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে খুব সহজেই যাওয়া যায়। শিল্প কৌশল হিসেবে আড্ডাকে বেছে নেওয়ার মূলে এই বিষয়টি কাজ করেছে বলে বোধ হয়। প্রচলিত ঢঙে কোনও গল্প বলতে গিয়ে অন্য গল্প বলা এবং তা পাঠক প্রিয় হওয়ার চেয়ে আড্ডার মধ্যে দিয়ে একাধিক ঘটনা ও অনুভূতির মিশেল ঘটানো অপেক্ষাকৃত সহজ। সবচেয়ে বড় কথা লেখক পাঠকের সংযোগস্থাপনের ক্ষেত্রে এই আড্ডা বিশেষ মাত্রা রাখে। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন তাঁর আড্ডা প্রবন্ধে- " নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট দিনে যেখানে যেতে হয়, তাকে, আর যা-ই হোক, আড্ডা বলা যায় না। কেননা আড্ডার নিয়মই এই যে তাঁর কোনো নিয়মই নেই; সেটা যে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত, সে বিষয়ে সচেতন হ'লেও চলবে না। ও যেন বেড়াতে যাবার জায়গা

নয়, ও যেন বাড়ি; কাজের শেষে সেখানেই ফিরবো, এবং কাজ পালিয়ে যখন-তখন এসে পড়লেও কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না। " আড্ডা যেমন প্রশ্নাতীত আশ্রয়, শিল্পও তাই। আমরা সৈয়দ মুজতবা আলীর ব্যক্তিগত জীবনে আশ্চর্য কথক সত্তার পরিচয় পেয়েছি। 'চাচা কাহিনী'তে তাই যখন আড্ডার কথা আসে, আমরা খুব বেশি আশ্চর্য হই না, বরং লেখকের যাপিত জীবনের সূত্রে শিল্পকে মিলিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে বইকি। যেকোনও আড্ডার পেছনে ' কোনো –একজনের প্রছন্ন কিন্তু প্রখর রচনাশক্তি'-র উল্লেখ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বলা বাহুল্য 'চাচা কাহিনী'র কথক চাচা আর সৈয়দ মুজতবা আলী কখনও অভিন্ন হয়ে ওঠেন। তবে কোনও চরিত্রের সঙ্গে লেখককে হুবহু মিলিয়ে পড়তে আমরা রাজি নই। প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে লেখক উপস্থিত, তবে কোনও বিশেষ চরিত্র তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ওঠে, এটাও ঠিক। 'আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া' সদস্য গোলাম মৌলাকে সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন কেউ কেউ। তাঁদের যুক্তি হল গোলাম মৌলা ছদ্মনামে আলী সাহেব আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখতেন। ১৯২৯ সালে জার্মানীতে গবেষণার জন্য যখন সৈয়দ মুজতবা আলী যান, তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর। আর 'স্বয়ংবরা' রচনায় পাই চাচার মুখে- "১৯১৯- এর কথা। আমি তখন সবে বার্লিনে এসেছি। বয়স আঠারো পেরয়নি। " বুঝতেই পারছি লেখক আর তাঁর চরিত্র আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। তবে সৈয়দ মুজতবা আলীর মজলিশী ও মনস্বী ব্যক্তিত্বই যে 'চাচা কাহিনী'কে আড্ডা সাহিত্য কিংবা বৈঠকি সাহিত্য হিসেবে গড়ে তুলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সঙ্গেই আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'চাচা কাহিনী' গল্প বলার প্রাচ্য ঘরানাকে অবলম্বন করেছে। 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি রচনায় আখ্যানের নির্দিষ্ট প্রকরণ ছিল, বন্ধন নয় সবরকম মুক্তি ছিল সেখানে। বাংলা মঙ্গলকাব্যে নিহিত উপন্যাসের সম্ভাবনাকে যখন খতিয়ে দেখতে চান দেবেশ রায়, তখন দেশীয় যে কথন শৈলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি, সেখানে কথকতা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। উপনিবেশের আধুনিকতা আমাদের গল্প বলার যে ভঙ্গিতে অভ্যস্ত করেছিল, তার বাইরে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম প্রমুখরা মাটির শেকড়ের ঘ্রাণ নিয়ে ভারতীয় কথাভুবন নির্মাণের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলীকে মনে হয় এঁদেরই সার্থক উত্তরসূরী। চাচা নামক কথকের সৌজন্যে একটি প্রধান গল্প বা চরিত্রের সূত্রে গ্রথিত গল্পমালা, গল্পের মধ্যে গল্প, আখ্যানের সূত্রে আখ্যান, কথকের কণ্ঠে খোশ গল্পের আমেজ- সব মিলিয়ে আখ্যান কথক ও শ্রোতার পারস্পরিকতায় যে রূপ লাভ করে তা একান্তই দেশজ ঐতিহ্য থেকে উঠে এসেছে। বৈঠকি চালে লেখা রচনাগুলি তার অন্তর্গত ধর্মেই আড্ডা সাহিত্য হয়ে উঠে প্রাচ্য সাহিত্য নন্দনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখো পাধ্যায়ের গল্পে আমরা পেয়েছিলাম

হিউমার, কখনও শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ। প্রমথ চৌধুরী বীরবলী ভঙ্গিতে আড্ডার মেজাজেই কথা বলেছেন লেখায়। সৈয়দ মুজতবা আলী এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন অভিজ্ঞতা সঞ্জাত মননের মধু।

আমরা আমাদের আলোচনার প্রথমেই বলেছিলাম 'চাচা কাহিনী'তে আড্ডা প্রসঙ্গের কথা। গোটা বই জুড়ে সচেতন ভাবেই আড্ডা ঘুরে এসেছে বারবার। স্থান, কাল, পাত্রের আলোচনা সূত্রেই মনে হয় যে বুদ্ধদেব বসু কথিত আড্ডার সদস্যদের ঊর্দ্ধসংখ্যা দশ কিংবা বারো এ ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়নি। আড্ডা যেহেতু স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মত তা পালটে যায়, সে কথা মাথায় রেখেই সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর লেখাকে ভিন্নতায় ভরিয়ে তোলেন অফুরান প্রাণস্পন্দনে। চাচার গল্পের মধ্যে চরিত্রেরা কথা বলছে। স্থান, কাল, পাত্রের বিষয়টি সব সময় লেখক মনে রেখেছেন। তেমনই পাঠক যাতে আড্ডার মেজাজ মেতে পারেন, মনে করতে পারেন নিজেও তিনি ঐ আড্ডায় উপস্থিত সে হিসেবে গোলাম মৌলার মুখে ' শেষ ট্রেন মিস করেছি' কথাটাও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

বৈঠকি সাহিত্যের মধ্যে পেয়েছি বিভিন্ন রসের অবতারণা। 'তীর্থহীনা' গল্পটি করুণ রসের, 'স্বয়ংবরা' রচনায় হাস্যরস প্রাধান্য পেয়েছে। 'বেলতলাতে দু-দুবার' আখ্যানে কৌতুকধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। আড্ডায় যেমন কথার ভূমিকা আছে, তেমনই নীরবতাও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। ' চাচা থামলে পর অনেকক্ষণ ধরে কেউ কিছু বলল না'(তীর্থহীনা)- এই জাতীয় বাক্য আড্ডার আবহকে অন্য মাত্রায় উত্তীর্ণ করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, 'চাচা কাহিনী' গ্রন্থটির নামকরণেও এই আড্ডাসাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট। সৈয়দ আলী আহসান খুব সুন্দরভাবে মুজতবা আলীকে নিয়ে বলেছিলেন " তাঁর কোনও রচনাতেই তিনি নিঃসঙ্গ নন। তিনি আসর জমিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন, তাঁর লেখাতেও সেই আসরের আমেজ এসেছে। তাঁর রচনায় ব্যবহৃত শব্দ এবং তাদের বিন্যাস এমন স্বভাবের যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মানুষের কলরব সেখানে শোনা যায়। " আমরা 'চাচা কাহিনী'কে যে কোনও বিচ্ছিন্নতাকামী বয়ানের প্রতিবাদ হিসেবে পড়তে পারি। আড্ডার মেজাজ এক ধরণের যৌথ যাপনের কথা বলে। এই যৌথ প্রতিবেদন আজকের পাঠকের কাছে সৈয়দ মুজতবা আলীকে অনন্য করে তোলে।

.....

BENGALI (CBCS)/ SEM- 6 / DSE-1B : **প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি/ চাচা কাহিনী**
Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali
Shahid Matangini Hazra Govt. College for Women, Purba Medinipur